দৈনিক সংবাদ 55

তারিখ 25 MAY 1998
পৃঃ ১ কলাম ৪

ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে ২ জন নিহত

ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। সিলেট ঃ ওসমানী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র সংঘর্ষ এবং এর জের ধরে পাল্টা হামলায় ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের দু'জন কর্মী নিহত হয়েছে। আহতদের সংখ্যা ২৫-এর মতো। এছাড়া একজন নিখোঁজ রয়েছে। পরিস্থিতির আরো অবনতির আশংকায় কলেজ অনির্দিষ্ট-কালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অবিলম্বে ছাত্রাবাস ত্যাগ করতে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবির কোতোয়ালি থানায় পৃথক দু'টি মামলা দায়ের করেছে। গত শনিবার রাতে সরাসরি বাংলাদেশ ও কেনিয়ার মধ্যকার ক্রিকেট খেলাটি দেখার জন্যে ছাত্ররা ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের শহীদ ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদ ছাত্রাবাসের টেলিভিশনে ডিশ সংযোগ নেয়; কিন্তু ছাত্র শিবির কর্মীরা এতে বাধা দেয়, এমনকি এক পর্যায়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ছাত্রলীগ কর্মীরা এতে বাধা দিলে সংঘর্ষ বাধে। এতে কয়েকজন আহত হয়।

এ ঘটনা ঘটে রাত সাড়ে ১১টার দিকে। পরে ছাত্র শিবির কর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়ে রাত সাড়ে ১২টার দিকে কলেজের জিয়া ছাত্রাবাসে ক্রিকেট খেলা উপভোগরত ছাত্রদের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। পাইকারি হারে গুলি ছোড়ে এবং ককটেলও ফাটায়। এছাড়া আত্মরক্ষার্থে খাটের নিচসহ বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকা ছাত্রদেরকে টেনে বের করে কোপাতে থাকে। ছাত্রলীগ কর্মীরা সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তখন ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে।

এই সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে ছাত্র শিবির কর্মী ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র আবু নাসের মোঃ হাসিবুর রহমান মহসীন (২২) ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৩টার দিকে মারা যায়। ছাত্রলীগ কর্মী আনোয়ারুল করিম, রাজিব হোসেন, খায়রুল বশর, মিনহাজুর রহমান, রাজিব, মঞ্জুর হোসেন, আমীন শাহ, মিজান, শামীম, রনজিৎ, কাজী নুরুল আলম, রুহুল আমিন ও অজ্ঞাতপরিচয় (এখনো অচেতন) চিকিৎসাধীন আছে। এছাড়া এ সংগঠনের পল্লব চাকমার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। অপহৃত হয়েছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। নিহত ছাত্রশিবির কর্মী আবু নাসের মোঃ হাসিবুর রহমান মহসীন কলেজের শহীদ ডাঃ শামসুদ্দিন আহমদ ছাত্রাবাসের আবাসিক ছাত্র ছিল। সে এখান থেকে সশস্ত্র অবস্থায় সঙ্গীদের সাথে জিয়া ছাত্রাবাসে গিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় বলে জানা গেছে। তার বাড়ি চট্টগ্রামের পটিয়া থানার মোজাফফরবাদে। সেখানেই তাকে দাফন করা হবে। লাশ ময়নাতদন্তশেষে আত্মীয়-স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ছাত্রলীগ কর্মী ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র সৌমিত্র বিশ্বাস (২৫) জিয়া ছাত্রাবাসে ফেরার পথে সাগরদিঘির পার এলাকায় ছাত্র শিবির কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সে আগের রাতে সংঘর্ষের পর পালিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলে গিয়েছিল। আক্রমণকারীরা তাকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা কলেজ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২-

কলেজ ঃ বন্ধ ঘোষণা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে। তার পুরুষাঙ্গও কেটে নেয়। ব্লুবার্ড বিদ্যালয়ের কচি ছাত্ররা, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, অভিভাবক-অভিভাবিকাবৃন্দ এবং অন্যরা এ নৃশংস দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেও এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাননি বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে৷

সৌমিত্র বিশ্বাসের বাড়ি ঢাকার ১৬২ ক্রিসেন্ট রোড এলাকায়। ছাত্রলীগ কলেজে এই হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে সন্ধ্যার পর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। পরে ঘোষণা করে বিভিন্ন কর্মসূচি। ছাত্র শিবিরও মিছিল-সমাবেশ করে। এছাড়া আজ সোমবার সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সিলেটে হরতাল আহ্বান করা হয়েছে। শিবির কর্মীরা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ ঘেরাও করে রাখে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে 'সংবাদ'কে জানানো হয়, ছাত্রলীগ কর্মীদেরকে ধৈর্যের পরিচয় দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।